রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম
বনাম

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি

মতিউর রহমান নিজামী

রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম
বনাম
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি

মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯।

১ম প্রকাশ - জানুয়ারী-২০০৩ ইং

২য় প্রকাশ - নভেম্বর-২০০৩ ইং
রমজান-১৪২৪ হিঃ
কার্তিক-১৪১০ বাং

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ নির্ধারিত দশ টাকা মাত্র

RAJNOITIK SHARTHEY DHARMA BANAM DHARMA BHITTIK RAJNITEE

By Motiur Rahman Nizami, Published by: Prof. Md. Tasneem Alam, Chairmai Publiscation Department, Jamaat-e-Islami Bangladesh, 504, Elephant Road Maghbazar, Dhaka. January 2003. Price: Taka: 10.00 only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলাম কেবল-মাত্র ধর্ম নয় বরং ইসলাম একটি জীবন বিধান, যাতে রয়েছে দ্বীনী আকিদা-বিশ্বাস, জীবনবোধ ও জীবনযাপন পদ্ধতি, সামাজিক পদ্ধতি, সামাজিক বিধি-বিধান, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক পরিচালনা বিধি। ইসলামকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা বা তাকে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা আর ইসলাম বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এক জিনিস নয়।

হাল যামানায় দেশী বিদেশী চক্রান্তকারীরা ইসলামকে রাজনীতিতে ব্যবহার বা তার অপপ্রয়োগ অথবা ইসলামকে নিয়ে ব্যবসা করার ধুয়া তুলছে। এমনকি ইসলাম সন্ত্রাসবাদের সমর্থক বা মুসলিমগণ সন্ত্রাসবাদ লালন করে এমন অপবাদও আরোপ করে আসছে। অথচ ইসলামী রাজনীতি তথা ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি একটি পবিত্র সুশৃংখল ও সুন্দর সমাজ গঠনে বিশ্ব ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে এসেছে এবং আরো রাখতে পারে। ইসলামী শাসনব্যবস্থা বা সত্যিকার মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা কোনরূপ সন্ত্রাসবাদ সাম্প্রদায়িকতা বা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াতে পারে না।

উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কুরআন হাদীসের মযবুত যুক্তি প্রমাণসহ তার 'রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' বইটিতে উপস্থাপন করেছেন।

বহুল আলোচিত উক্ত বিষয়টি বই আকারে পেয়ে আমরা তা প্রকাশ করতে ব্রতী হলাম। সময়োপযোগী এ বইটি পেয়ে পাঠকবর্গ যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলেই আমরা আশা করি। চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার মালিক পাঠকবর্গই।

আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ইসলাম ও রাজনীতি	৯
ইসলামকে রাজনীতি থেকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র	১০
ধর্মীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার	১২
ইসলামকে বিভক্ত ও কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস	১৬
ইসলামের ভিত্তিমূলেই রয়েছে রাজনীতি	১৮
ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অপবাদ	২০
ইসলামী আন্দোলনের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই	২৪
ধর্ম কি ব্যক্তিগত ব্যাপার?	২৫
রাজনীতি দ্বারা কি ধর্ম অপবিত্র হয়?	৩১
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা	৩১
ইসলাম কি সেকেলে?	৩২
খিলাফতে রাশেদার পরে কি ইসলামী ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেছে?	৩৪
ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তবতা ও প্রয়োগ পদ্ধতি	৩৫
আইন ও নৈতিকতা	৩৮
কুরআন প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির সুফল	৩৯
ইসলাম সার্বজনীন ঐক্যের ধর্ম	৪৩
ইসলাম স্বার্থান্বেষী রাজনীতি ও তথ্য সন্ত্রাসের শিকার	৪৬
উপসংহার	৪৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম ও রাজনীতি

রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার অবশ্যি নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে দ্বিমতের বা বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের নিন্দায় যারা যত বেশী সোচ্চার, তারাই ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তত বেশী পটু ও অগ্রগামী। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের যারা নিন্দা করেন, অথবা প্রশ্ন তোলেন, তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু অবশ্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আক্রমণের টার্গেট মূলত ইসলাম ভিত্তিক দলগুলো। শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই নয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও এই আক্রমণ, সমালোচনা নিন্দাবাদের একমাত্র টার্গেট বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলন।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিচারব্যবস্থাসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান দিতে সক্ষম।

ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত এবং খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলে যেসব দিক নির্দেশনা ছিল, তা বিকৃত এবং পরিত্যক্ত হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোতে রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-আদালত ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে কোন দিক নির্দেশনা নেই। অতএব, ধর্মকে রাজনীতি থেকে বাদ দিলে একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মের উপর আঘাত আসে না। পক্ষান্তরে ইসলামকে রাজনীতি থেকে আলাদা করলে বা ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতি বাদ দিলে ইসলামের কিছুই থাকে না। অতএব, ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী বা প্রস্তাব সুকৌশলে ইসলামকে পঙ্গু ও নির্মূল করার এক সুদূর প্রসারী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

ইসলামকে রাজনীতি থেকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো এক শ্রেণীর মুসলিম রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরাই এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে। এ বিষয়টি আমাদের ছোটবেলায় পড়া লেজ কাটা শেয়ালের গল্পের সাথে হুবহু মিল দেখে আমি বিস্মিত হই। ছোট বেলায় পড়া লেজ কাটা শিয়ালের গল্পটার সার সংক্ষেপ ছিল এরকম ঃ জঙ্গলে চলাফেরার ফাঁকে হঠাৎ এক শিয়ালের লেজ কাটা যায়। তাৎক্ষণিকভাবে লেজ কাটা শিয়ালটি উক্ত জঙ্গলের সব শিয়ালকে একত্রিত করে বক্তব্য দেয় ঃ 'ভাইসব আমাদের পেছনের লেজটা একটা বাড়তি ঝামেলা এবং বিড়ম্বনা, আমার লেজটা কেটে যাওয়ায় একটি বাড়তি ঝামেলা মুক্ত হয়ে আমি এখন বেশ আরামে আছি। অতএব, তোমরা সবাই যার যার লেজ কেটে ফেলে বাড়তি ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে আমার মত সুখী হও।'

যেহেতু অন্যান্য ধর্মে মানব জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা নেই, আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার বিজ্ঞানসম্মত জবাব নেই, তাই সে সব ধর্মকে রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড থেকে নিরাপদ দূরে রাখলে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইসলামে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং আজকের প্রেক্ষাপটে মানব সমাজে বিরাজিত সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব। মানব সমাজকে সকল প্রকার যুলম, শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়ার যোগ্যতা একমাত্র ইসলামেরই আছে।

এখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, বিশ্বব্যাপী মানব রচিত আইন-কানুন ও মতাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হওয়ার পথে। এ সব মতবাদ ও মতাদর্শ মানব সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মানুষের সমাজকে অশান্তি, অনাচার, দূরাচার, পাপাচার ও

www.pathagar.com

দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার অনিবার্য পরিণতিতে বিশ্বব্যাপী মানুষ আবার ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। দেশে দেশে ইসলামের পক্ষে জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা ইসলামের বিজয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। সম্ভবতঃ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন দুশমন বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি যায়নবাদী-ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠী। ইসলামের অনিবার্য বিজয় ঠেকানোর জন্য তারা লেজ কাটা শিয়ালের পথ ধরেছে। বিশ্বব্যাপী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতি থেকে সরে আসার জন্য মুসলিম রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মুখে তারা ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখার শ্লোগানটি তুলে দিয়েছে। চাতুর্যের সাথে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার দোহাই দিয়েই তারা ইসলামের গোটা শিক্ষা থেকে মানব জাতিকে বঞ্চিত রাখার সুপরিকল্পিত নীল নকশার ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এবং রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন দেশের একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে যে অবস্থান গ্রহণ করছে, তা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যায়নবাদী-ইয়াহুদীবাদী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে। এরই কারণে দুনিয়ার সর্বত্র মুসলমানদের উপর নানাবিধ বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত ও ফেৎনা-ফাসাদ নেমে আসছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর শক্তিহীনতা ও অসহায়ত্বের প্রধানতম কারণ এটাই।

www.pathagar.com

ধর্মীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার

আমাদের এ পর্যন্তকার আলোচনার প্রেক্ষিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বলতে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি এবং সেই সাথে ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার বলতে ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার বুঝতে হবে। আমরা এখন এই দু'টি বিষয়ের পার্থক্য পরিষ্কার করতে চাই। ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা আর ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনীতি করা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। আমরা সূচনাতেই বলেছিলাম ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের বেশী বেশী যারা সমালোচনা ও নিন্দা করেন বাস্তবে তারাই ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারে বেশী পারঙ্গম। সেই সাথে আমরা এটাও বলেছিলাম যারা ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের সমালোচনা ও আক্রমণের মূল লক্ষ্য ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনীতি।

ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতি বলতে বুঝায় ঐ রাজনীতি যার লক্ষ্য কুরআন-সুন্নাহ্‌র আদর্শের ভিত্তিতে দেশের শাসনব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনা। এই রাজনীতির যারা ধারক বাহক তারা এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

যে সব রাজনৈতিক দল কুরআন-সুন্নাহ্‌কে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামী আইন-কানুন বিধি-বিধান, শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে ও দলের অভ্যন্তরে ইসলামী আদর্শের অনুসরণ করে; কুরআন-সুন্নাহ্‌র মূলনীতির ভিত্তিতে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে একটি আধুনিক প্রগতিশীল কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মাঠে ময়দানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, তাদের রাজনীতিই মূলতঃ ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতি। এটা কখনও এবং কোনো অবস্থাতেই ধর্মকে অর্থাৎ ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার বলে পরিগণিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

যাদের দলীয় ইশতেহারে আদর্শের ভিত্তি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা হয় না, যাদের দলীয় কর্মসূচিতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থাসহ ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ থাকে না, যাদের বাস্তব জীবনে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আদর্শের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সময় ভোট পাওয়ার জন্যে ইসলামের নাম ব্যবহার করে নিজেদের ধার্মিক বলে পরিচয় দেয়ার অভিনয় করাকেই বলা হয় রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার বা ইসলামের ব্যবহার। এটা সরলপ্রাণ দ্বীনদার মানুষের সাথে একটি প্রতারণা। এটা সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। কিন্তু যারা পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামের চর্চা করে, অনুসরণ করে এবং এর বাস্তবায়নের জন্যে পূর্ণাঙ্গ বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাদের কার্যক্রমকে কিছুতেই ধর্ম বা ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার হিসেবে অভিহিত করা যায় না। ইসলামী রাজনীতির বিজ্ঞ সমালোচকদের কাছে এই পার্থক্যটুকু পরিষ্কার থাকা উচিত।

আমরা এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী এবং ধর্ম বা ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতির কট্টর সমালোচক একটি দলের রাজনীতির স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নামক দলটি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তারা ধর্মভিত্তিক অর্থাৎ ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতির ঘোরতর বিরোধী, এটা সর্বজনবিদিত। তারা '৭০ এর নির্বাচনের সময় বিভিন্ন জনসভায়, বক্তৃতায় অঙ্গীকার করেছিল ক্ষমতায় গেলে কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী আইন পাশ করবে না। তারা এও ঘোষণা করেছিল যে, আমরাও মুসলমান। ইসলাম কারো একচেটিয়া সম্পদ নয়, আমরা ইসলামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু, ইতিহাস সাক্ষী, তারা ক্ষমতায় আসার পর যে শাসনতন্ত্র রচনা করেছিল তাতে বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম পর্যন্ত ছিল না। ইসলামের ভিত্তিতে দল গঠনকে তারা নিষিদ্ধ করে। ইসলামী শিক্ষা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনঠাসা করে। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চিহ্নগুলো মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয়। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক (EMBLEM) থেকে কুরআনের একটি আয়াত اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ 'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আল আলাক্ব-১) তুলে দেয়। ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট থেকে رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ('হে প্রভু আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।' (সূরা ত্বা-হা-১১৪ আয়াত) তুলে দেয়।

ঢাকা বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (আই আই কলেজ)কে সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। নামকরণ করা হয় কবি নজরুল ইসলাম কলেজ। তারপরও যেহেতু ইসলাম কথাটা থেকে যায়,তাই কবির নামকে খন্ডন করে উক্ত কলেজের নামকরণ করা হয় 'কবি নজরুল কলেজ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও এ,কে ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়। এরাই আবার ১৯৯৬ সনে নির্বাচনের আগে ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণের অভিনয় করে। দলের নেত্রী ওমরার পোষাক পরিহিত অবস্থায় পোষ্টারে ছবি ছাপিয়ে নিজেকে এ যুগের রাবেয়া বসরীর উত্তরসূরী হিসেবে উপস্থাপন করেন। হাতে তসবিহসহ মুনাজাতরত অবস্থার ছবিও জনগণের কাছে উপস্থাপন করে নিজেকে অতিশয় নিষ্ঠাবান ধার্মিক হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস চালান।

অথচ সকলে জানেন, তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নির্বাচনী ইশ্তেহারে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের কোন উল্লেখ নেই। এভাবে সরলপ্রাণ মানুষের সামনে নিজেদেরকে ধার্মিক হিসেবে উপস্থাপন করে আবারো ধোঁকা দেয়ার এবং প্রতারণা করার সুযোগ গ্রহণ করে তারা ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই আবার তাদের রূপ

www.pathagar.com

পাল্টে যায়। ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে, মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে, দেশের আলেম ও ওলামাদের বিরুদ্ধে তারা চরম বিদ্বেষী, মারমুখী ও হিংসাত্মক অবস্থান নেয়। এ হলো ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের এক জীবন্ত নমুনা। এরকম ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের নিন্দনীয় ভূমিকার সমালোচনা যথার্থ। এই নিন্দনীয় ও নীতিগর্হিত কাজের বিরুদ্ধে বিবেকবান মানুষের সোচ্চার হওয়া উচিত। এর বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার, আমরা তাদের সাথে সার্বিকভাবে একাত্মতা ঘোষণা করি।

কিন্তু যারা আধুনিক প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল ইসলামী কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের রূপরেখা সামনে নিয়ে ইসলামী আদর্শের প্রচার প্রসারে নিয়োজিত, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিগঠন ও জনমত গঠনের বাস্তব সম্মত কাজে সক্রিয় এবং নিজেরাও এই আদর্শের অনুসারী, যারা নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস করেন বর্তমান বিশ্বের লাঞ্ছিত মানবতা-মনুষ্যত্বের পুনর্জীবিত হওয়া এরই উপর নির্ভরশীল, যারা বিশ্বাস করেন বর্তমান বিশ্বে নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের দুর্দশা-দুর্ভোগের অবসান একমাত্র এর ভিত্তিতেই হতে পারে, নিশ্চিত হতে পারে মানব জাতির শান্তি ও নিরাপত্তা, তাদের কাজকে 'রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার' নামে অভিহিত করা শুধু অসামঞ্জস্যশীলই নয়, বরং বিবেক বর্জিত এবং সকল ন্যায়নীতির পরিপন্থী। সেই সাথে এটা ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতারও পরিচয় বহন করে। ইসলামের ন্যূনতম মৌলিক জ্ঞান যাদের আছে তারা কোন অবস্থাতেই এই মন্তব্য করতে পারেন না।

www.pathagar.com

ইসলামকে বিভক্ত ও কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস

পশ্চিমা জগতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকবৃন্দ ইসলামী জাগরণ সম্পর্কে বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ইসলামকে রীতিমত দু'ভাগে বিভক্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম ভালো এবং তারা ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু তাদের মাথাব্যথা মৌলবাদ নিয়ে। মৌলবাদ বলতে তারা কি বুঝায় তার সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা না দিলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেই তারা মৌলবাদ হিসেবে চিত্রিত করে। আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে তারা এখন 'মিলিট্যান্ট ইসলাম' নামক পরিভাষা আবিষ্কার করে মূলতঃ ইসলামকেই সন্ত্রাসবাদ নামে সংজ্ঞায়িত করার অপকৌশল চালাচ্ছে। আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত নবী-রাসূল প্রদর্শিত আদর্শ, যা মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান। রাষ্ট্র ব্যবস্থাসহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্র ও সকল বিভাগে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হওয়ার জন্যই ইসলাম এসেছেঃ

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَكَفٰى بِاللهِ شَهِيْدًا

অর্থ ঃ তিনিই (আল্লাহই) তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করবার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা ফাতহ্-২৮)।

www.pathagar.com

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থ ঃ তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ-৯)

এই ইসলামকে 'মিলিট্যান্ট ইসলাম' ও 'মডারেট ইসলাম' নামে বিভক্তির কোন সুযোগ নেই। ইসলামী আদর্শ মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি হওয়ার কারণে তার সাথে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। এর কোনটি থেকেই ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই। যারা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম থেকে ইসলামকে আলাদা করার কথা বলে কিংবা দাবী করে, তারা হয় ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আর না হয় জেনে বুঝে পরিকল্পিতভাবে ইসলামকে অকার্যকর করতে চায়।

www.pathagar.com

ইসলামের ভিত্তিমূলেই রয়েছে রাজনীতি

ইসলামের মূল ভিত্তি কালেমা তাইয়েবাই ইসলামী রাজনীতির উৎস। কালেমার মূল ঘোষণা ও অন্তর্নিহিত বাণী হলো- এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করা। এক আল্লাহ ছাড়া আর সকলের ও সব কিছুর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা। গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব পরিহার করে বা বর্জন করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে অনুসরণের অঙ্গীকারই কালেমার ঘোষণার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক। তাই এটাকে কোন অবস্থায়ই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই। আমরা জানি রাসূলে পাক (সাঃ) এর একটি হাদীসের আলোকে ইসলামের বুনিয়াদ ৫টি। যার প্রথমটি হলো এই কালেমার ঘোষণা। এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন সত্তা নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। মুহাম্মদ (সাঃ)কে আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করার অর্থ ও তাৎপর্য হলো, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আকারে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তা বর্জন করা।

এই কালেমার ঘোষণা মূলতঃ মানুষের গোটা জিন্দেগীকে খোদাহীন মতাদর্শ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান পরিহার করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত নীতি আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনার একটি শর্তহীন অঙ্গীকার। এই কলেমার ঘোষণা দিয়ে যারা ইসলামে প্রবেশ করে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয় তারা ইসলামহীন রাজনীতি অথবা রাজনীতিবিহীন ইসলামের কথা ভাবতেও পারে না। হাদীসের আলোকে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুনিয়াদ নামায কায়েম এবং যাকাত আদায় করা। এই দুটো কাজকে রাষ্ট্র পরিচালকদের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা

www.pathagar.com

ঘোষণা করেছেন তাঁর কিতাব আল কুরআনে। সূরায়ে হজ্জের ৪১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْ ابِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْاعَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

অর্থ ঃ আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। (সূরা আল হাজ্জ-৪১)।

তাছাড়া আল্লাহর হুকুম আহকাম এবং রাসূলের আদর্শ অনুসরণের জন্যে শাসক নিয়োগ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্যের যে নির্দেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম কায়েম ও ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের আনুগত্য কর।' (সূরা আন নিসা - ৫৯)।

ইসলামের এই মৌলিক বিষয়টিকে পশ্চিমা জগত মৌলবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছে। এখন আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে এটাকে 'মিলিট্যান্ট ইসলাম' হিসেবে চিত্রিত করছে। সেই পথ ধরে এখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদের সাথে একাকার করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইসলাম নির্মূলের অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অপবাদ

দেশী-বিদেশী ইসলাম বিরোধী মহল প্রচারণার মাধ্যমে আজ দুনিয়াব্যাপী ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। একটি মিথ্যাকে একশ' বার বললে তা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, গোয়েবলসীয় এই তত্ত্ব আজ ইহুদীবাদী এবং ইসলাম বিদ্বেষী প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে উগ্রপন্থী ইসলামী গ্রুপের তৎপরতা আবিষ্কারের অপচেষ্টার চাঞ্চল্যকর তথ্য ইতোমধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। বৃটেনস্থ চ্যানেল-ফোরের দু'জন সাংবাদিকের পরিচয় গোপন করে বাংলাদেশে আসা এবং এ দেশেরই কতিপয় ইসলাম বিরোধী সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর যোগসাজশে ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করে- আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে পাচার ও প্রচারের ব্যবস্থা করা, ইসলাম ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক বড় ধরণের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

সম্প্রতি সাতক্ষীরার সিনেমা হলে ও মোমেনশাহীতে চারটি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা এবং এর সাথে আল কায়েদার সম্পর্ক থাকার আশঙ্কার কথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নামে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়াও ঐ ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তেরই অংশ বিশেষ।

সম্প্রতি বৃহত্তর মোমেনশাহীর কোন অঞ্চলে একজন মসজিদের ইমামের হাতে পিস্তল দিয়ে তাকে জীবন নাশের হুমকি দিয়ে তার মুখ থেকে আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততার স্বীকৃতি আদায়ের ভিডিও চিত্র গ্রহণ ও প্রদর্শনও একই সূতায় গাঁথা। এই ঘটনাটি প্রমাণ করছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামের দেশী-বিদেশী দুশমনদের একটি চক্রের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। তারা বাংলাদেশকে উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার সাথে ইসলামের নামে কিছু দল ও ব্যক্তির সম্পৃক্ততা প্রমাণের একটি নীল নক্শার ভিত্তিতে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই এ কাজগুলো করে চলেছে। ইতঃপূর্বেকার

www.pathagar.com

ফার ইষ্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউসহ বিভিন্ন পত্রিকায় যে সব প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে উগ্র ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য হিসাবে চিত্রিত করে কভার ষ্টোরী ছাপা হয়েছিল, সেই প্রতিবেদকও নাকি ছদ্মবেশে অতি সংগোপনে বাংলাদেশ সফর করেছিল। ডেডলি কার্গো নামে টাইম ম্যাগাজিনের ভিত্তিহীন বানোয়াট প্রতিবেদনও ঐ একই পরিকল্পনার অংশ। বিদেশী সংবাদ মাধ্যম ও বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থাকে একাজে উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচিত করেছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার।

তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে পশ্চিমা জগতের আশীর্বাদ লাভের আশায় বাংলাদেশে উগ্রপন্থী ইসলামী তথা মৌলবাদীদের উত্থানের কল্পকাহিনী তৈরি করে বিদেশে পাচারের উদ্যোগ নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্টের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফরের সময় তারা রাষ্ট্রীয় মেহমানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একটি বই প্রকাশ করে উপহার দেয়। যার নাম ‘গণতন্ত্র বনাম ধর্মীয় মৌলবাদ’।

এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপিকে মৌলবাদের দোসর প্রমাণ করে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার বিষয়টি পাকাপোক্ত করা। একই বিষয়ে তারা ইংরেজী ও আরবী ভাষায় দুটো বই বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশন সমূহের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করে। উক্ত বই দুটির একটির নাম Terrorism in the Name of Islam, অপরটির নাম ছিল الا رْهَابُ بِا سْمِ الا سْلَامِ “ইসলামের নামে সন্ত্রাস”।

স্মরণ করা যেতে পারে- আওয়ামী লীগের শাসন আমলে কবি শামসুর রাহমানের উপর হামলার একটি ঘটনা পত্রিকায় ছাপা হয়। সেই হামলার অভিযোগে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল থেকে কতিপয় ছাত্রলীগ কর্মী ধরা পড়ে। অতঃপর তাদের মুখ থেকেই হারকাতুল জিহাদের নাম জাতি প্রথম শোনার সুযোগ পায়। তারা নিজেরা ছাত্রলীগের কর্মী

www.pathagar.com

হলেও ঐ কাজে নাকি তাদেরকে কতিপয় হুজুর উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই হুজুররা নাকি হারাকাতুল জিহাদ নামের কোন উগ্রপন্থী ইসলামী দল করে। পরবর্তীতে এ ঘটনার রহস্য সম্পর্কে দেশবাসীকে আর কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি। যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং ঢাকার রমনা বটমূলে বৈশাখী মেলায় সংঘটিত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথেও তথাকথিত উগ্রপন্থী ইসলামী মৌলবাদীদের জড়িত থাকার কাহিনী সাজিয়ে নোংরা রাজনীতি করা হয়। কিন্তু এই সব ঘটনার রহস্য রহস্যই রয়ে যায়। অতঃপর কমিউনিষ্ট পার্টির মহাসমাবেশে এমন কি খোদ আওয়ামী লীগের নারায়ণগঞ্জের দলীয় অফিসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার জন্যে একই সুরে কথা বলা হয়। কিন্তু ক্ষমতার শেষ দিন পর্যন্ত এর রহস্য উদঘাটনের কোন আন্তরিক প্রয়াসই তারা চালাননি। আওয়ামী নেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার ক্ষমতার পিক আওয়ারে নিজের পিতৃভূমিতে ৭৬ কেজি বোমার তেলেসমাতি দেখালেন কিন্তু ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার আগে জাতিকে জানাতে পারলেন না, আসলে এটা কাদের কারসাজি ছিল। ক্ষমতা ছাড়ার পর এবং নির্বাচনে পরাজয়ের পর আবার ঐ খেলায় মেতে উঠেছেন কিসের আশায় এবং কিসের নেশায় তা সহজেই বোঝা যায়। তিনি নিজেও জানেন, ক্ষমতায় থাকতে যা তার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি, ক্ষমতার বাইরে থেকে তা প্রমাণ করতে পারবেন না। এরপরও এ পথে পা বাড়ানোর কারণ, ইসলাম ও মুসলিম উম্মার প্রতি বৈরী শক্তির সহযোগিতায় তিনি নির্বাচনে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চান। আর তাই বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে একটি মোক্ষম সুযোগ মনে করেছেন এবং দেশের তথা মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যে কি ঘটবে বা ঘটতে পারে সে চিন্তা না করে একের পর এক দায়-দায়িত্বহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য দিয়ে চলেছেন।

ছদ্মবেশে যারা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে ইসলামী উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী আবিষ্কারের বা প্রমাণের লক্ষ্যে নানা ছল-চাতুরী ও প্রচারণামূলক

www.pathagar.com

কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে - তাদের সাথে আওয়ামী নোংরা রাজনীতির সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। দেশের ভেতরে কোন শক্তির সহযোগিতা ছাড়া বিদেশী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এভাবে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক কাহিনী রচনার সুযোগ কিছুতেই পেতে পারে না। দেশ ও জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে, ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব ও মর্যাদার স্বার্থে এদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সজাগ ও সোচ্চার হতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই- উপমহাদেশের দীর্ঘ রাজনীতির ইতিহাসে এদেশের ইসলামী দল, ব্যক্তি ও আলেম সমাজের সাথে কোন দিনই সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন ওলামায়ে কেরাম। শুরু থেকে শেষ অবধি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা সত্ত্বেও আলেম ওলামা কোনদিন সন্ত্রাসের পথে পা বাড়াননি। সে সময় সূর্যসেন এবং তাদের দলবলই এই সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়। এদেশের আলেম ওলামা ও ইসলামী দলের কেউ সূর্যসেনকে রাজনৈতিক গুরু মনে করে না। তার কার্যক্রমকে অনুসরণের তো প্রশ্নই উঠে না। পক্ষান্তরে এই দেশে যেসব রাজনীতির ধারক বাহকরা সূর্যসেনকে রাজনৈতিক গুরু মনে করে, কারা তার ভাবশিষ্য এটা কি জাতির অজানা?

ষাটের দশকে পশ্চিম বাংলার নকশাল বাড়ীর শ্লোগানের প্রতি এদেশের কোন ইসলামপন্থীর মনে ন্যূনতম সমর্থনের প্রমাণও কি কেউ দিতে পারবেন? বরং ইসলামপন্থীরা এ ধরণের সহিংস কার্যক্রমের বিরুদ্ধে চরম ঝুঁকি নিয়েও মাঠে ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। "বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস" মূলত এই রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শনে যারা বিশ্বাসী, রাজনীতির অঙ্গনে তারাই সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছে। এর সাথে এদেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী জনতা ও দলের সম্পৃক্ততার কোন প্রশ্নই উঠে না। যারা আজ বাংলাদেশে

www.pathagar.com

ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন তারা নিজেরাও বিষয়টি জানেন। জেনে বুঝে ও নিছক ব্যক্তিগত ক্রোধ-আক্রোশ চরিতার্থ করার স্বার্থেই তারা যায়নবাদী ইহুদীবাদী শক্তির আশীর্বাদ পাওয়ার পটভূমি তৈরি করছেন। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে আত্মঘাতী ও অপরিণামদর্শী কাজ হিসেবে প্রমাণিত হতে বাধ্য।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো ইসলামের শত্রুরা মুসলিম রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশকেও এতে শরীক করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ বিশ্বের দেশে দেশে পরিচিত ইসলামী আন্দোলন, সংগঠনের সাথে সন্ত্রাসবাদের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। গুটি কয়েক অর্বাচীন ব্যক্তি ও সংস্থার অপরিণামদর্শী কিছু বক্তব্য ও কার্যক্রমকে বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচার চালানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের নামে বিশ্বব্যাপী ইসলামের আওয়াজকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এবং ইসলামী আন্দোলনের মূল ধারার কার্যক্রমসমূহের উপর আঘাত হানার ক্ষেত্র প্রস্তুত বা অজুহাত সৃষ্টির জন্যই ঐ সব ব্যক্তি ও সংস্থাকে ইসলামের চিহ্নিত দুশমনরাই মাঠে নামিয়েছে। অতএব, এই ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণের বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা হীনম্মন্যতা থাকার সুযোগ নেই।

আমি আবারো বলতে চাই, যাদের কথা ও কাজকে খোঁড়া অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যে ক্রুসেড ঘোষণা করা হয়েছে, মুসলিম বিশ্বের কোন দেশের ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার সাথে তাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

www.pathagar.com

ধর্ম কি ব্যক্তিগত ব্যাপার?

ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার অথবা ইসলামের নামে রাজনীতি করার প্রসঙ্গ তুলে যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন তারা 'ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা' এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে যে সব অবান্তর যুক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে তার একটি হল 'ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার'। একে রাজনীতিতে টেনে আনা উচিত নয়। অপরটি হল পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনলে ধর্মকে অপবিত্র করা হয়। তারা এও বলে যে, একটি দেশে নানা ধর্মের লোক আছে। ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে অমুসলিমদের কী হবে?

ধর্ম কি ব্যক্তিগত ব্যাপার? ধর্মের যে সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'এ প্রাইভেট রিলেশন বিটুইন মেন এ্যান্ড গড - আল্লাহর সাথে বান্দার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধর্মের মূল কথা'-এটি ইসলামের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। সত্যি বলতে কি এ ধরণের সীমিত অর্থে ইসলাম কোন ধর্ম নয়। আমরা ইতঃপূর্বে বারবার বলেছি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যার পরিধি মানব জাতির সকল দিক ও বিভাগে বিস্তৃত। আল্লাহর হুকুম মানাই ইসলামের মূলকথা। আর আল্লাহর হুকুম আমাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্যেই রয়েছে। প্রচলিত অর্থে নবী-রাসূলদেরকে (সাঃ) নিছক ধর্মগুরু এবং আসমানী কিতাবসমূহকে নিছক ধর্মগ্রন্থ মনে করা হয় - যা আদৌ সঠিক নয়। নবী-রাসূল প্রেরণ ও আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَا

www.pathagar.com

فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ .

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি এবং তাতে রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এই জন্য যে, আল্লাহ্ জানতে চান কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে? আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।(সূরা আল হাদীদ-২৫)

এ থেকে প্রমাণিত হয়, নবী-রাসূলগণ এসেছেন ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আসমানী কিতাবও একই উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। মানুষের সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ইসলামী আদর্শের প্রধান উৎস আল কুরআন। এই কুরআনের বিষয় বস্তুর প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাব কুরআন মানুষ এবং মানুষের সমাজ পরিচালনার জন্যই নাযিল হয়েছে। কুরআনের নির্দেশনা মানুষের সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। কুরআনে এক দিকে আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, আখিরাত প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়েছে। তেমনি ঈমান যারা আনে তাদের জন্য আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর নির্দেশও দেয়া হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত ইবাদত-বন্দেগীরও দুটি দিক। একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন-নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি। দ্বিতীয়টি হলো সামষ্টিক জীবনের সকল ব্যবহারিক কার্যক্রমে আল্লাহর বিধি-নিষেধের অনুসরণ করা। পরিবার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। সমাজ জীবনে শান্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নির্দেশনা রয়েছে। আইন-আদালত, বিচার-ফায়সালা, অর্থনৈতিক লেন-দেন, আয়-ব্যয় প্রভৃতি

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধের ঘোষণা রয়েছে বা আছে। নেতৃত্ব নির্বাচন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে আল কুরআনে রয়েছে সুস্পষ্ট বিধান। যারা ঈমানের ঘোষণা দেয় তারা কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকামসহ সব গুলোই মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তার কিছু মানা আর কিছু না মানার সুযোগ নেই। কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ .

অর্থ ঃ তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। (সূরা বাকারা-৮৫)।

আল কুরআনে আরও ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ ঃ তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা-২০৮)।

অতএব, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার এই অজুহাত তুলে মানব জীবনের সিংহ ভাগ ইসলামের বাইরে রাখার কোন সুযোগ নেই। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার এই অবাস্তব কথাটির সপক্ষে কুরআনের দুটি আয়াতের

www.pathagar.com

অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ করা হয় এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অথবা জ্ঞান পাপী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের পক্ষ থেকে। এর একটি আয়াত হল ঃ

لاَ اِكْـرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَّكْفُـرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِا للهِ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقٰـى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

অর্থ ঃ দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্যপথ ও ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল বাকারা-২৫৬)।

এই আয়াতটির পুরো বিষয়বস্তুকে সামনে রাখলে তা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা আবিষ্কারের কোন সুযোগ নেই। এখানকার মূল বিষয়টি হল আল্লাহ তায়ালার সঠিক পরিচয় সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তার কিতাব ও রাসূলদের প্রতি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে চূড়ান্ত জবাবদিহিতার জন্য আখিরাতের জীবনের যে ধারণা দেয়া হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে জেনে বুঝে মানুষ ঈমান আনবে এটাই আল্লাহর বিধান। এই ঈমান বা বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা জবরদস্তির কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

এ বিষয়টি ঈমান আনা বা না আনার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু ঈমান আনার পরে আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলতে সে বাধ্য। এখানে মানা না মানার কোন এখতিয়ার নেই।

একজন মানুষ ঈমান আনবে কি আনবে না, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, বাধ্য করেননি। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা ঃ

www.pathagar.com

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارً اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَّشْوِى الْوُجُوْهَ ط بِئْسَ الشَّرَابُ ط وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا.

অর্থ ঃ বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলেও তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়। আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়। (সূরা কাহ্ফ-২৯)।

اِنَّاهَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا

অর্থ ঃ আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সুরা দাহ্র বা ইন্সান-৩)।

কিন্তু ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর ঘোষণা হলো ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَ اقَضَى اللهُ وَرَسُوْلُه' اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ . وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه' فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا .

অর্থ ঃ ''আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার

www.pathagar.com

থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)।

অতএব, আমি ইসলাম কবুল করব কি করব না, মুসলমান হব কি হব না এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা আমার অবশ্যই আছে। কিন্তু ঈমান আনার পর, ইসলাম কবুল করার পর, মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়ার পর, আমি ইসলামী আইন-কানুন, বিধি-বিধান মানব কি মানব না, অথবা কোনটা মানব আর কোনটা মানব না। এই এখতিয়ার কারো নেই। তাই রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য ইসলামের যে হুকুম রয়েছে, তা 'ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার' এই অজুহাতে পাশ কাটানোর কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًامِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

অর্থ ঃ কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারnভার তোমার উপর অর্পণ করবে না; অতঃপর তোমার দেয়া সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধাও থাকবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে। (সূরা নিসা -৬৫)।

অপর যে আয়াতটি তারা ব্যবহার করে থাকে, তা হলো সূরায়ে কাফিরূনের অংশ বিশেষ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ "তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আমার ধর্ম আমার জন্যে"। এটা ছিল মূলতঃ মুশরিকদের অযৌক্তিক একটি আপোষ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত আল্লাহর নির্দেশনামা। এটাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দলিল হিসাবে ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। এটা বলা হয়েছে অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে। মুসলমানদের জন্যে এটা কোন অবস্থায়ই প্রযোজ্য নয়।

www.pathagar.com

রাজনীতি দ্বারা কি ধর্ম অপবিত্র হয়?

তাদের দ্বিতীয় অজুহাত হলো, পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে এনে অপবিত্র করা হয়। এই যুক্তিটি রীতিমত হাস্যকর। ধর্ম একটি পবিত্র জিনিস, রাজনীতিতে আসলে অপবিত্র হয়ে যায়। এ কথা প্রসঙ্গে প্রথম যে প্রশ্নটি জাগে তা হল ধর্ম কি তাহলে এতই ঠুনকো জিনিস যা রাজনীতির ছোঁয়া লাগলে অপবিত্র হয়ে যায়। সেই সাথে প্রশ্ন জাগে, যে রাজনীতি ধর্মের মত পবিত্র জিনিসকে অপবিত্র করে, সে রাজনীতি কি মানুষের কাম্য হতে পারে? যে অপবিত্র রাজনীতির পরশে পবিত্র ধর্ম অপবিত্র হতে পারে সেই রাজনীতি গোটা মানব সমাজকেই অপবিত্র করে চলেছে। অতএব, মানুষের সমাজের পবিত্রতার স্বার্থেই পবিত্র ধর্ম অর্থাৎ ইসলামভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানবতা-মনুষ্যত্বের স্বার্থে এর কোন বিকল্প নেই।

যারা ইসলামী শাসন ও সমাজব্যবস্থা চায় তারা মানুষের তৈরি অপবিত্র কোন রাজনীতির সাথে ইসলামের মিশ্রণ অথবা জোড়াতালিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের নিজস্ব রাজনীতি আছে। স্বকীয়তা আছে। তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে পবিত্র ধর্মের অপবিত্র হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

তাদের তৃতীয় অজুহাতটি হলো, যে দেশে মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলমানও আছে, সেখানে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালিত হলে অমুসলমানদের কি অবস্থা হবে? এক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, ইসলামের বিধি-বিধানকে মূলত আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

এক. ঈমান বা বিশ্বাস,

দুই. আনুষ্ঠানিক ইবাদাত,

তিন. আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধান। আইন আদালত, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি।

www.pathagar.com

আমরা পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি, ঈমান আনা না আনার ব্যাপারে আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ সকল মানুষের স্রষ্টা। এতদসত্ত্বেও ঐ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে কি আনবে না এই ব্যাপারে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তার প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ ও জবরদস্তিকে নিষেধ করেছেন। এতএব, একটি ইসলামী দেশে অমুসলমানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। জবরদস্তি করে, তাদের ধর্ম ত্যাগ করিয়ে মুসলমান বানানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। দ্বিতীয়তঃ আনুষ্ঠানিক ইবাদত। এটা কেবল তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে। আর আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইসলাম যে নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন দিয়েছে তা জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে। এগুলো অনুসরণ করতে গেলে কোন ধর্মের লোকদেরই ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনে আঘাত লাগার আশংকা নেই।

ইসলাম কি সেকেলে?

ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আরো প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, ইসলাম ১৪০০ বছর আগের সেকেলে ব্যবস্থা। আজকের প্রেক্ষাপটে তা বাস্তবসম্মত হতে পারে কি করে? সেই সাথে এই প্রশ্নও জুড়ে দেয়া হয় যে, খিলাফতে রাশেদার পর থেকে আর কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবে টিকেনি। এই প্রশ্নটিও চরম অজ্ঞতাপ্রসূত। এটা ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলশ্রুতি। মানুষের সমাজে মৌলিক সমস্যা সব সময়ই এক ও অভিন্ন। ইতিহাস তার সাক্ষী। মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান অতীতে যেমন ছিল এখনও আছে, সামনেও থাকবে। মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার বিষয়টি আজকের দিনেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে তা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও উৎকর্ষের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। আধুনিক যানবাহনের উদ্ভব ঘটেছে। এগুলোর সাথে ইসলামের মূল আদর্শিক কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। বরং বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে সব দিক ও বিভাগ মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে, সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে কার্যকর হতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতি ইসলামিক আদর্শ ও বিধি-বিধানের পরিপন্থী তো নয়ই, বরং সহায়ক। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ইসলামের প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা প্রচার প্রসারের, ইসলামী আইন-কানুন বাস্তবায়নের সপক্ষে গণপ্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলামী আদর্শ প্রসঙ্গে একটি জিনিস পরিষ্কার হওয়া দরকার, তা হলো কুরআন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামী আইন ও বিধিবিধানের মূল উৎস আল্লাহর কিতাব কুরআন হওয়ার কারণে এর প্রত্যেকটি কথা, প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি বিধিবিধান ও নির্দেশ ধ্রুব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। এগুলো এমন ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত মূলনীতি, যাতে আগত বিশ্বের সম্ভাব্য সকল সমস্যার সমাধানের উপাদান নিহিত রয়েছে। দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ যা মানুষের জীবনে কুরআনী হিদায়াত বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সাঃ) গৃহীত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। এর মধ্যেও পরবর্তী যুগের সৃষ্ট বহুমুখী সমস্যার সমাধান বের করার উপাদান নিহিত রয়েছে। ইসলামী আইন-কানুনের অন্যতম উৎস ইজতেহাদ, যা সর্বযুগে সর্বকালে নির্ভরযোগ্য ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের উদ্ভাবিত প্রায়োগিক ব্যবস্থা। যার ভিত্তি মূলতঃ কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূলনীতিসমূহ।

এই ইজতেহাদের সুযোগ থাকায় ইসলাম সর্বযুগে, সর্বকালে আধুনিক ও প্রগতিশীল ব্যবস্থা হিসেবে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অতএব, একে ১৪০০ বছরের পুরানো সেকেলে ব্যবস্থা হিসেবে আধুনিক যুগে অচল বা পরিত্যাজ্য বলার কোন সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

খিলাফতে রাশেদার পরে কি ইসলামী ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেছে?

তাদের আরেকটি প্রশ্ন খিলাফতে রাশেদার পর হতে ইসলামী ব্যবস্থা টিকে নেই। তাদের কথাটিও ভিত্তিহীন। আসল কথা হ'তে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে নেতৃত্ব নির্বাচনের পদ্ধতি খেলাফতে রাশেদার পর আর সঠিকভাবে অনুসৃত হয়নি। সেই কারণে মুসলিম সমাজে বাঞ্ছিত মানের নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হওয়া সম্ভব হয়নি। এই দুটো নেতিবাচক ঘটনা সত্য হলেও ইসলামী আদর্শ কোন না কোনভাবে আজকের দিন পর্যন্ত টিকে আছে। কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। দিন যত যাচ্ছে ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তত ব্যাপক হারে মানুষের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলামী মূল্যবোধ এখনও মানুষের রক্ষাকবচ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এসব ঈমানের ঘোষণার পর নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইসলামের বুনিয়াদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই যেভাবে অনুসৃত হচ্ছে তা অন্য কোন ধর্মের সাথে তুলনার প্রশ্নই উঠে না। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলামের পারিবারিক বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও বাস্তবতা আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীগণ নতুন করে উপলব্ধি করার প্রয়াস পাচ্ছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এখনও কার্যকর আছে। এর চেয়ে বাস্তবসম্মত আইন রচিত হয়নি, ভবিষ্যতে হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে আইন ও বিচার ব্যবস্থা শরীয়তের বিধানের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৃটিশদের আগমনের পরও ৫০ বছর পর্যন্ত উক্ত আইন বলবৎ ছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আজকের ঘুনেধরা মানব সভ্যতার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধান ইসলামের বিধিবিধানের মাধ্যমেই সম্ভব। অন্যথা অধঃপতনশীল মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।

www.pathagar.com

ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তবতা ও প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

ইসলামী রাজনীতির যারা বিরোধিতা করেন তাদের মাথাব্যথা হলো মূলত ইসলামের দণ্ডবিধি নিয়ে। পশ্চিমা জগতের মূল বিরোধিতার কেন্দ্রবিন্দু হলো হুদুদে শরীয়াহ অর্থাৎ হত্যা, চুরি, ও যেনা ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত শাস্তির ব্যাপারটি। এটাকে দুনিয়ার কোথাও তারা চালু দেখতে চায় না। একে তারা মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করে মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। এটাকে তারা বর্বর আইন বলতেও দ্বিধাবোধ করে না।

আল্লাহ, রাসূল, কিতাব ও আখিরাতের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, তারা ইসলামী আইন প্রসঙ্গে এ ধরনের মন্তব্য করলে কিছু যায় আসে না। দুঃখজনক হলো মুসলমান নামধারী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে একই সুরে বরং তাদের চেয়ে একটু চড়া সুরে ইসলামী আইনকে বর্বর যুগের আইন বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। অথচ ঈমানদারদের কোন ইসলামী আইন সম্পর্কে এ ধরনের কটুক্তি করার অধিকার নেই। কারণ এই আইনগুলো কোন মানুষের তৈরি নয় বরং সকলের স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশাবলী। ইসলামী আইনের উৎস আল্লাহর কিতাব বিধায় ইসলামী আইন প্রসঙ্গে এই কটাক্ষপূর্ণ উক্তির লক্ষ্য হয়ে যান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

আল্লাহর আইনকে বর্বর যুগের আইন বলা ঈমানদারের পক্ষে কখনো শোভনীয় হতে পারে না। ইসলামী শাসন ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমনে অহেতুক ভয় সৃষ্টির জন্যে ইসলামের চিহ্নিত দুশমন ইয়াহুদিবাদী চক্র এই বিষয়টিকে তাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের প্রোপাগান্ডার জবাবে আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, আল্লাহ সকল মানুষের স্রষ্টা বিধায় মানুষের ভালমন্দ কল্যাণ অকল্যাণ সংক্রান্ত নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তিনিই। অতএব, তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার উপরই মানব জাতির কল্যাণ নির্ভর করে। বিশেষ করে মানুষের সমাজকে অপরাধমুক্ত সমাজে পরিণত করার জন্যে ইসলামী দণ্ডবিধি ও শরীয়তের আইনই বাস্তব সম্মত। খুন-হত্যা, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ ও যেনা-ব্যভিচারমুক্ত সমাজ

www.pathagar.com

গঠনের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, মানুষের সমাজে অপরাধ হতে থাকবে আর মানুষ শাস্তি পেতে থাকবে এটা ইসলামী আইনের লক্ষ্য নয়। ইসলামের লক্ষ্য অপরাধের কারণসমূহ বা ছিদ্র পথগুলোকে বন্ধ করা। যাতে অপরাধ সংঘটিত হতে না পরে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগেরও কোন প্রয়োজন না হয়। সমাজে আইনের শাসনের নিরপেক্ষ ও কার্যকর প্রয়োগ না থাকায় অনেক সময় মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়। ফলে খুন-খারাবির মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে একজন খুনী হত্যাকান্ড ঘটানোর পর যদি শাস্তি না পায়, তাহলে অসংখ্য খুনের রাস্তা খুলে যায়। এ জন্যেই আল কুরআনে হত্যাকান্ডের অপরাধের জন্য প্রাণদন্ডের যে বিধান রাখা হয়েছে তার মধ্যে অনন্ত জীবন নিহিত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

অর্থ ঃ হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (সূরা আল বাকারা-১৭৯)।

উন্নত বিশ্বসহ সর্বত্র খুন-খারাবি উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথাকথিত মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগে বাধা প্রদান করা এর প্রধান কারণ। চুরি-ডাকাতির বিষয়টিও একইভাবে লক্ষণীয়। মানব রচিত আইনের ফাঁক-ফোকর দিযে বেঁচে যাওয়ার সুযোগ থাকায়, এ জাতীয় অপরাধে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায়, এই সব মারাত্মক অপরাধ মানব সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধর্ষণ, যেনা-ব্যভিচার ও যৌন অপরাধের মত বিষয়টি মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষের সমাজে পশুত্ব ও পাশবিকতার দৌরাত্ম মানবতা-মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টি করছে। তথাকথিত উন্নত ও সভ্য দেশগুলোতে ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার

www.pathagar.com

মাত্রা সবচেয়ে বেশী। এতে প্রমাণিত হয় মানব রচিত আইন দ্বারা এই সব অপরাধ বন্ধ করা আদৌ সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, একটি সমাজে হুদুদে শরীয়াহ বা ইসলামী দণ্ডবিধি চালু করার আগে এই আইনগুলো কার্যকর হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। চুরি-ডাকাতির শাস্তি প্রয়োগ করার আগে সমাজে সুদমুক্ত যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার আগে এই শাস্তি প্রযোজ্য নয়। চুরির শাস্তি প্রয়োগের আগে আইন প্রয়োগকারীকে দেখতে হবে মানুষ পেটের দায়ে ক্ষুধার জ্বালায় চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হচ্ছে কি না? সবার জন্যই মৌলিক ন্যূনতম চাহিদা পুরণের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করণের পরেই এটা কার্যকর করার কথা। এমনি করে যেনা-ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের আগে সামাজিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের বিয়ের অক্ষমতা, দারিদ্র্য ও যৌতুকের কারণে গরীব মা-বাপের কন্যা সন্তানের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকা, সমাজে অবাধ যৌনচর্চাসহ যৌন অপরাধ সৃষ্টির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি যৌন অপরাধ ও যেনা-ব্যভিচার সংঘটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলছে। এ অপরাধের শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রয়োগের আগে এসব পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো অপরিহার্য।

শরীয়তের আইন-কানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রম নীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। আল কুরআনে মদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধসহ সার্বিক শিক্ষার কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মদ গ্রহণযোগ্য কি না জনমনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জনগণ জানতে চেয়েছে মদের ব্যবহারে শরীয়তের ফায়সালা কি? প্রাথমিক উত্তরে বলা হয়েছে মদের মধ্যে উপকারিতা-অপকারিতা দুটোই আছে। তবে অপকারিতা বেশী। এই উত্তরের প্রেক্ষিতে অনেকে মদ ছেড়ে দিতে শুরু করলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে কাছে যেও না। প্রকাশ থাকে যে, ইতোমধ্যে

www.pathagar.com

নামায ফরয করা হয়েছে। এই ঘোষণার ফলে প্রথম পর্যায়ের তুলনায় আরো বেশী লোক মদের অভ্যাস ছাড়া শুরু করল। কেউ কেউ চালাকির আশ্রয় নিয়ে এমন সময় নির্বাচন করে মদ খাওয়ার চেষ্টা করল যাতে নামাযের সময় আসার আগে নেশা কেটে যায়।

তৃতীয় পর্যায়ে এসে ঘোষণা করা হলো মদ-জুয়া অপবিত্র জিনিস, শয়তানের কাজ। অতএব, বর্জন কর। ফলে কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ ছাড়াই এটির বিলুপ্তি ঘটল। এভাবেই প্রতিটি শাস্তির বিধান পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হওয়াটাই ইসলামী পদ্ধতি। এরপরও যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, তবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে মানুষের সমাজকে পূত-পবিত্র রাখার স্বার্থে, এ ধরণের জ্ঞানপাপী, জঘন্য অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও ন্যায় বিচারের অনিবার্য দাবী।

আইন ও নৈতিকতা

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুনিয়ায় শাস্তি প্রয়োগের তুলনায় আদালতে-আখিরাতে জওয়াবদিহিতার অনুভূতি অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। আখিরাতের সেই শাস্তি এড়াবার কোন উপায় বা সুযোগ নেই, এই ভয়-ভীতি ঈমানদার লোকদেরকে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ থেকে মুক্ত রাখে। আল্লাহ, রাসূল, কিতাব ও আখিরাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি নামায-রোযা, হজ্জ, যাকাত ঈমানদার লোকদের মনমগজ ও চরিত্র এমনভাবে গড়ে তোলে, যার ফলে মানুষ অসামাজিক ও নীতিগর্হিত কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। ফলে পুলিশের ভয়ে নয় বা জাগতিক কোন কোর্ট-কাচারির ভয়ে নয়, জাগ্রত বিবেক নিয়ে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহিতার ভয়ে ভীত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষ খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি, ঘুষ-দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ থেকে নিজেরাই বিরত থাকে। ফলে ইসলামের শাস্তিমূলক বিধান বাহ্যত যতই কঠিন ও কঠোর মনে হোক না কেন, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে এটা কার্যকর করার তেমন প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

তারপরও এই কঠোর আইনের প্রয়োজন আছে, শীর্ষস্থানীয় অপরাধীদের কবল থেকে শান্তিকামী মানুষের বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার স্বার্থে, সর্বস্তরের গণমানুষের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থে। এই নৈতিকতা বিকাশের লক্ষ্যে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। যাবতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোকেও নৈতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে চারটি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

কুরআন প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির সুফল

কুরআন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রদান করেছে। কোনো সরকার নিজ দেশে সেই চারটি মূলনীতি কার্যকর করলে, সে রাষ্ট্রটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়ায় একটি দুর্নীতিমুক্ত, উন্নত ও সংহত কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য। সেই মূলনীতিগুলো হলো ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْاعَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

অর্থ ঃ আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। (সূরা আল হাজ্জ-৪১)।

মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধানদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আপাতদৃষ্টিতে যতই সংক্ষিপ্ত ও মামুলি মনে হোক না কেন, বাস্তবে

www.pathagar.com

এগুলো খুবই অর্থবহ এবং এর ফল সুদূরপ্রসারী। চারটি দায়িত্বের প্রথমটি হলো নামায কায়েম করা। এর অর্থ শুধু নামায পড়া নয়। নামাযকে একটি সিস্টেম হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এর ব্যবস্থাপনার পুরো দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা। মসজিদগুলোকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গণশিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। জনগণকে আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্যে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি পরস্পরের মধ্যে ঐক্য-সংহতির সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলা। যার মাধ্যমে তাওহীদের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে থাকে। তাওহীদের একটি দিক হলো এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া এবং সকল শক্তির কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা। দ্বিতীয় দিক হলো মানুষের মধ্যে ঐক্য-সংহতি ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা। তাওহীদে বিশ্বাসী সকলে এক আল্লাহর গোলামী-বন্দেগীর মাধ্যমে একমাত্র তাঁকেই প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে। আর পরস্পর একে অপরকে গ্রহণ করে ভাই হিসেবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসুলের ঘোষণাঃ كُوْنُوْا عِبَادَاللهِ وَ اِخْوَانًا

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর গোলাম হয়ে যাও আর পরস্পর পরস্পরের ভাই হয়ে যাও।

রাসূল (সাঃ) এর এই নির্দেশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হলো এই নামায। জামায়াতে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাগণ সবাই একযোগে আল্লাহর আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে রুকু ও সিজ্‌দার মাধ্যমে। অপরদিকে ধনী-গরীব আশরাফ-আতরাফের ভেদাভেদ ভুলে সকলে কাতারবন্দী হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ভ্রাতৃত্বের ও ঐক্য-সংহতির জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকে। এভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থবহ নামায কায়েমের মাধ্যমে মানব সমাজে যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে তা নজিরবিহীন। আল কুরআনে নামাযের ফায়দা হিসেবে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ ঃ সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। (সূরা আনকাবূত-৪৫)।

নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও নীতিগর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। সর্বোপরি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর যিকির সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়। আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি হৃদয়ে সক্রিয় ও জাগ্রত রাখে। এভাবেই একজন নামাযি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামী আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত বা সক্ষম হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়তঃ যাকাত আদায়। এই যাকাত ভিক্ষা নয়, ট্যাক্স নয়। যাকাত চারটি মৌলিক ইবাদতের দ্বিতীয় ইবাদত এবং আল্লাহ কর্তৃক ধনীর ধনে গরীবের জন্যে নির্ধারিত প্রাপ্য অধিকার। সে অধিকার আদায় করে দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের। এর মাধ্যমে ধনী লোকদের আর্থিক পবিত্রতার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা যেমন নিশ্চিত হয়, তেমনি গরীবের হাতে ধনীর নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থ বন্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ময়দানের ভারসাম্যহীনতা দূর করা সম্ভব হয়। সম্ভব হয় গরীব জনগোষ্ঠীর সম্মানজনক জীবন যাপনের একটি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা করা। মূলত দারিদ্র্য-বিমোচনের জন্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাকাত ধনীর পক্ষ থেকে গ্রহণ করে গরীবের মাঝে পরিকল্পিতভাবে বন্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে দারিদ্র্য-বিমোচন ও গরীব মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে বিদেশীদের দান-অনুদানের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

তৃতীয় ও চতুর্থ দায়িত্বটি ব্যাপক অর্থবোধক। 'আমর বিল মারুফ' বা সৎ কাজের আদেশ দেয়ার মধ্যে মানুষের জন্যে কল্যাণকর সকল

www.pathagar.com

কাজের নির্দেশনা প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ ও বাস্তব সহায়তা দান করাও অন্তর্ভুক্ত। এটা মানব সমাজের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিকজীবন, সামাজিক, সাংস্কৃতিকজীবন, অর্থনৈতিকজীবনসহ সকল দিক ও বিভাগের জন্যে যা কিছু কল্যাণকর সব কাজকে বুঝায়।

চতুর্থ দিকটি হলো খারাপ কাজে বাধা দান। এটাও ঐ সব কার্যক্রমকে বুঝায় যাতে মানুষের ক্ষতি ও অকল্যাণ নিহিত। এই পর্যায়ে যাবতীয় নীতি গর্হিত ও সমাজ বিরোধী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে যাবতীয় অনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন ও অবহিত করতে হবে। এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে হবে এবং এগুলোর প্রতি জনমনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। জনমনে এর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবেশ ও মনমানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে এই সব সমাজ বিরোধী অনৈতিক কাজে কেউ লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এই চারটি দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে পালন করলে ইসলামী শরীয়তি বিধিবিধানের আলোকে শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন স্বাভাবিক-ভাবে না থাকার কথা, এরপরেও মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি বিপন্নকারী কোন মহল সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত না হলে তাদের বিরুদ্ধে শরীয়তের কঠোর আইন প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই। অপরাধমুক্ত শান্তি-নিরাপত্তা, ন্যায়, ইনসাফ ও কল্যাণকর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এটা একান্তই অপরিহার্য।

www.pathagar.com

ইসলাম সার্বজনীন ঐক্যের ধর্ম

মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ এক আদমের সন্তান। মানুষ মাটির এ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। সৃষ্টির সেরা সে। এ পৃথিবীটাকে আল্লাহর বিধান ও আইন-কানুনের ভিত্তিতে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনাই তার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে সফলতা ও ব্যর্থতার উপর মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। এর জন্যে তাকে শুধু এই জীবনেই নয়, পরকালের জীবনেও জবাবদিহি করতে হবে। এ দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে আল্লাহর খলিফার মর্যাদাটি যেমন সম্মানজনক তেমন এ মর্যাদা রক্ষা করা বড়ই দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি মানবজাতিকে এই গুরুদায়িত্ব পালনে পূর্ণ সহায়তাদানের লক্ষ্যেই নবী-রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব ও সহিফা নাযিলের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বপ্রথম নবী আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। সকল নবীর মূল দায়িত্ব ও মূল আহবান ছিল এক ও অভিন্ন। বিশ্বের প্রচলিত ধর্মসমূহের মূলে কোন না কোন নবী রাসূলের শিক্ষা (তা যত বিকৃতভাবেই বর্তমান থাকুক) থাকার কথা। তাই সব ধর্মেরই মূলকথা মানবতা ও মনুষ্যত্ব। মানুষের শান্তি-নিরাপত্তা, সততা ও ন্যায়-পরায়ণতা। অতএব ধর্মের কারণে মানুষে মানুষে বিভক্তি ও ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয়ে বরং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হওয়ারই কথা। ইসলাম সকল নবীর আদর্শ। সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ও নবী হিসাবে তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। অতএব সকল ধর্মের অনুসারীদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে মানুষের সমাজে শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে শরীক করার যোগ্যতা ইসলামের মধ্যেই নিহিত আছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারীমে বলেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

অর্থ ঃ "রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ঈমানদারগণ ঈমান এনেছেন তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের (কিতাবের) প্রতি। প্রত্যেকেই ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে আল্লাহ, ফিরিশ্তা, আসমানী কিতাবসমূহ ও সকল রাসূলগণের প্রতি। সেই সাথে তারা এও ঘোষণা করে আমরা কোন নবী-রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। (সূরা আল বাকারা-২৮৫)।

কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَ اللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ . اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

অর্থ ঃ সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাদের মাধ্যমে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নির্দশন তাদের কাছে আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ সেই বিষয়ে বিরোধিতা করে। যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা আল বাকারা- ২১৩)।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَ عِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَاتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ .

অর্থ ঃ হে নবী তোমাকে সেই দ্বীন প্রবর্তনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে ব্যাপারে নূহ (আঃ) কে আদেশ দেয়া হয়েছিল। তোমাকে অহির মাধ্যমে যে কাজটি করতে বলেছি সেই একই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) কে, তাদের সকলের প্রতি নির্দেশ ছিল 'দ্বীনকে পরিপূর্ণ রূপে কায়েম কর। দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকারের ভেদাভেদ সৃষ্টি কর না।' (সূরা আশ্-শূরা-১৩)।

এক আদমের সন্তান হিসেবে সাদা কালো এবং ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে সার্বজনীন-বিশ্বজনীন আহবান কেবল ইসলামেই আছে। অতএব দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য ও অপরিহার্য।

www.pathagar.com

ইসলাম স্বার্থান্বেষী রাজনীতি ও তথ্য সন্ত্রাসের শিকার

আদর্শ হিসাবে ইসলামের পূর্ণ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবিহীন রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে ক্ষমতার স্বার্থে, ভোটের প্রয়োজনে ইসলামের দোহাই দেয়া, ইসলামকে ব্যবহার করা রীতিমত ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে নিছক ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে ধর্মের বা ইসলামের ব্যবহার একটি সর্বনাশা নোংরা রাজনীতি। নীতি নৈতিকতা বর্জিত এই রাজনীতি মানবতা ও মনুষ্যত্বের শত্রু। মানবতা মনুষ্যত্বের স্বার্থেই এদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া দরকার। দ্বীনদার ধর্মপ্রাণ মানুষের সরলতা ও অসচেতনতার ফলে তারা এই নোংরা ও প্রতারণামূলক রাজনীতি করার সুযোগ পাচ্ছে। এ জন্যে সরলপ্রাণ দ্বীনদার লোকদের সজাগ ও সচেতন করে তুলতে হবে। সরলতা নিঃসন্দেহে একটি বড় মানবীয় গুণ, কিন্তু অসচেতনতা কোন প্রশংসনীয় গুণ নয়। দ্বীন ও ঈমানের চেতনার অনিবার্য দাবী হলো- প্রতারণা না করা এবং প্রতারিত না হওয়া। দ্বীন ও ঈমানের এই সঠিক চেতনার উৎস এবং ভিত্তি হল হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মত নির্ভুল জ্ঞান- কোরআন সুন্নাহর সার নির্যাস।

কপট ধোঁকাবাজ ও প্রতারক একশ্রেণীর রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে ধর্মের বা ইসলামের ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির শিকার ইসলামী রাজনীতি অবশেষে তথ্য সন্ত্রাসেরও শিকার। এটা ইসলাম বিরোধী, ধর্ম-নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদেরই একটি কৌশল ও কারসাজি. অর্থাৎ তারা ধর্মকে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে ক্ষমতার স্বাদও ভোগ করে থাকে, আবার ধর্মের বা ইসলামের সুনাম নষ্টেরও মোক্ষম সুযোগ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী। তারা বঞ্চিত হয় ইসলামের অবস্থান থেকে, ন্যায়, ইনসাফ, সার্বিক কল্যাণ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে। তাই মানবতা ও মনুষ্যত্বের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থের মানুষের সমাজকে বিশ্বপ্রতারকদের কবল থেকে মুক্ত করার স্বার্থে আজ বিবেকবান শান্তিকামী মানবগোষ্ঠীকে নতুন করে ভাবতে হবে। ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জনে এগিয়ে আসতে হবে। সোচ্চার হতে হবে ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শকে মুক্তির মহাসনদ হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে।

উপসংহার

যারা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সত্যিকার অর্থে মানব সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করেন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনমুক্ত-কল্যাণকর সমাজ দেখতে আগ্রহী, তাদের উচিৎ কোরআন ও সুন্নাহর উৎস থেকে সরাসরি ইসলামকে জানার ও বুঝার জন্যে এগিয়ে আসা। সেই সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমূহকে সরাসরি নিকট থেকে জানা ও বুঝার চেষ্টা করা।

অনেকেই রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামকে বিকৃত ও খন্ডিত করে উপস্থাপন করছে। আবার অনেকে অজ্ঞতার কারণে ইসলামকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করছে। ইসলাম এদের স্বার্থগত উপস্থাপনা ও অজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শের মধ্যেই ইসলামের বাস্তব ও প্রকৃত রূপ অবিকল বর্তমান রয়েছে।

বর্তমানে পরিকল্পিতভাবে মানবতা, মনুষ্যত্বের উপর ইবলিসি শক্তির বিজয় নিশ্চিত করার একটি ধারাবাহিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা

www.pathagar.com

অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে শুধু ইসলাম আর মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বিপর্যস্ত হবে গোটা মানব সমাজ। তাই গোটা মানব জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আজকের বিশেষ প্রেক্ষাপটে ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করা সময়ের অনিবার্য দাবী। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা বা নিবন্ধের উপসংহারে বলতে চাই, রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার আর ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করা- অন্য কথায় ইসলামকে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা আর নিষ্ঠার সাথে আন্তরিকতার সাথে ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতি করা যে এক কথা নয়, তা সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত। এই দুটোকে এক করে দেখা চরম অন্যায় এবং সকল ন্যায়-নীতির পরিপন্থি। একটি বর্জনীয়, অপরটি ঈমানের অনিবার্য দাবী এবং মানবতা ও মনুষ্যত্বের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ দুটোকে এক করে দেখার যেমন অবকাশ নেই। তেমনি এ দুটোকে একাকার করে যারা ফায়দা লুটতে চায় তদের কর্মকান্ড ও প্রচারণার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকারও কোন সুযোগ নেই।। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নেওয়া, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ঈমানের অনিবার্য দাবী। ঈমানদার, দ্বীনদার মুসলমান এবং শান্তিকামী মানবজাতিকে তাই এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করতে হবে। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারকে যারা সত্যি অপছন্দ করেন, ক্ষতিকর মনে করেন, তাদের ভূমিকাও স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। তাহলেই ধোঁকাবাজ, প্রতারক কপট শ্রেণীর রাজনীতিকদের কবল থেকে দুনিয়াবাসী মুক্তি পাবে।

---

www.pathagar.com

মতিউর রহমান নিজামীর অন্যান্য বই

- গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
- পঞ্চম জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আটটি ভাষণ
- জাতীয় সংসদে বক্তৃতামালা
- রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে
- কুরআন রমযান তাকওয়া
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ
- ইসলামী আন্দোলন চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলা
- ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
- কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
- আল কুরআনের পরিচয়
- ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
- দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
- ইসলামী আন্দোলন: সমস্যা ও সম্ভাবনা
- ইসলামী সমাজ বিপ্লব